Regd. No. C. 234

খ্রীষ্টীয় বান্ধব

৪৬শ বর্ষ] নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯২৭। [নবপর্য্যায় ১২-১৩শ সংখ্যা।

সম্পাদক—

ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সেন,

কার্য্যালয়—১৯, জামির লেন, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

মূল্য ৵১০ বার্ষিক ৸০ আনা অগ্রিম দেয়।

বিশ্বেশ্বর রস

দেশীয় গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত বটিকা

ম্যালেরিয়া, প্লীহা ও লিভার ঘটিত নূতন বা পুরাতন জ্বরে এমন আশ্চর্য্য উপকারী মহৌষধ এ পর্য্যন্ত কেহ পৃথিবীতে বাহির করিতে পারে নাই একথা বসুমতী, অমৃতবাজার, বেঙ্গলী, নায়ক প্রভৃতি সংবাদ পত্র স্বীকার করিয়াছেন—ম্যাজিষ্ট্রেট, উকিল, জজ, বহু চা-বাগান ও রেলওয়েতে কুইনিন ছাড়িয়া এই মহোপকারী ঔষধ সেবন করেন, ইহাতে আর্সে-নিক নাই। গর্ভবতী নির্ব্বিঘ্নে সেবন করেন।

প্রশংসাপত্র।

চট্টগ্রামের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ব্যানার্জ্জি বলেন ঃ—আমার দুইটী সন্তান ক্রমাগত পাঁচ সপ্তাহ ও তিন সপ্তাহ ধরিয়া একজ্বরে কষ্ট পাইতেছিল। বিশ্বেশ্বর রস ব্যবহারে তাহারা অতি অল্পদিনের মধ্যে সারিয়া [illegible] অথচ এই ঔষধটী কেবল গাছ গাছড়ায় [illegible] সেবন করিবার সময় পথ্য সম্বন্ধেও তেমন [illegible]য়ম নাই, আমরা পাঠকগণকে ইহার [illegible]তে অনুরোধ করিতেছি।

মূল্য এক কৌটা ১৲, তিন কৌটা ২।৶০ ভিঃ পিঃতে লইলে আরও ।৵০ বেশী পড়ে।

ডাক্তার কুণ্ডু এণ্ড চাটার্জ্জি।

২৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমেরিকান হোমি[illegible] হল।

১৪৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, [illegible]

বিশুদ্ধ আমেরিকান হোমিওপ[illegible] শিশিতে ড্রাম ⁄৫ ও ⁄১০ পয়সা।

আমরা আমেরিকা হইতে বিশু[illegible] প্যাথিক ঔষধ আমদানি করিয়া [illegible] রাখিয়াছি। আমাদের নিকট বা[illegible] সুগার, গ্লোবিউল, পিলিউল, শিশি, [illegible] সম্বন্ধীয় যাবতীয় জিনিষ সুলভ মূ[illegible]

১৬১।৪৬

খ্রীষ্টীয় বান্ধব

৪৬শ বর্ষ] নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯২৭। [নবপর্য্যায় ১২-১৩শ সংখ্যা।

চিন্তা-কণা।

কর্ম্মই শক্তির প্রস্ফুরক।

দুঃখের দিনে যে ব্যক্তি যেচে আমাদের সঙ্গে আলাপ করে, সুখের দিনে সর্ব্বাগ্রে তাকেই স্মরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

ভক্তি আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়। প্রেম ঈশ্বরকে এনে আমাদের কাছে উপস্থিত করে।

আমরা যখন পরকে বিশ্বাস করতে ইতস্ততঃ করি, তখন আমাদের নিজের প্রতি প্রভূত বিশ্বাসটুকু অটল থাকে ত?

আমরা অজ্ঞাত "প্রতিবেশীকে প্রেম করি" কিরূপে? সেই সহোদরের অনিন্দাসুন্দর প্রতিচ্ছবিটি যখন ঈশ্বরের মধ্যে দেখি। আর সেই ঈশ্বরে অবিশ্বাসী মানুষের ভ্রাতৃভাব, হয় স্বার্থপরতা নয় ত শিষ্টাচার সম্ভূত।

যে ব্যক্তি মানুষের ভেতর দিয়ে ঈশ্বরকে লাভ করতে অসমর্থ হয় বলে অরণ্যে গিয়ে তপশ্চর্য্যা করে, সে সংসারে ফিরে এলে নিজেকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দৈন্যই মনে করিবে।

মহানন্দের সুসমাচার।

ঈশ্বর প্রেম।

"স্বর্গে ঈশ্বরের মহিমা, পৃথিবীতে শান্তি, মানব-সমাজে প্রীতির অমিয় ধারা" বহুক।

আনন্দ কর।

"অদ্য দায়ুদের নগরে তোমাদের জন্য ত্রাণকর্ত্তা জন্মিয়াছেন,

তিনি খ্রীষ্ট যীশু।

জাগ, ঐ যে উজ্জ্বল তারাটি "প্রতাপের রাজা" শিশুটির উপর স্থগিত হইয়া রহিয়াছে! চল, চল, মঙ্গল শঙ্খ বাজাও, অগ্রগামী হও পশ্চাতে পড়িয়া থাকিও না। সহস্র বাহু বাড়াইয়া "অযুতের মধ্যে মনোহর" সেই প্রাণ সখাকে প্রণাম কর, প্রণাম কর। সহস্র কণ্ঠ মিলাইয়া তাঁহার যীশু (ত্রাণকর্ত্তা) নাম-কীর্ত্তনের দ্বারা জীবনকে ধন্য কর, ভূলোক ও দ্যুলোক এক কর। তিনি তাঁহার ঐ ক্ষুদ্র হস্তে বিশ্বচরাচরের কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়ের প্রীতির অর্ঘ্য গ্রহণ করিতেছেন দেখ। দুঃখ, শোক, সম্পদ, বিপদ, সর্ব্বকালের সেই সর্ব্বসন্তাপহারী আনন্দস্বরূপকে চাহিয়া দেখ, হৃদয়ে উপলব্ধিকর, নব আশায় উচ্ছ্বসিত হইয়া মঙ্গল ও কল্যানের তাঁহার দুই অভয় পদ লাভ কর, তাহার স্নিগ্ধ নবতর স্পর্শে সঞ্জীবীত হও, বিজয়ীর বল গ্রহণ কর, মহানন্দে উল্লাসিত হও।

তিনি "প্রথম ও শেষ"

তিনিই "পথ ও সত্য ও জীবন"

বিশ্ব-মানবের একমাত্র মুক্তিদাতা, প্রতিপালন কর্ত্তা ঈশ্বর; ভারতের একমাত্র তিনিই মক্কা, মানস-সরোবর, অমরনাথ, কেদারনাথ, বদরিকাশ্রম,

অন্য আর কেহ নাই,

"তাঁহার দক্ষিণ হস্তে সপ্ত তারা রহিয়াছে, এবং তাঁহার মুখ হইতে তীক্ষ্ণ দ্বিধার খড়্গ নির্গত হইতেছে, এবং তাঁহার মুখমণ্ডল নিজ তেজে বিরাজমান সূর্য্যের তুল্য।"

পাঠক পাঠিকাগণ মহানন্দে এই শোভাময় গৌরব মণ্ডিত খ্রীষ্ট জন্মোৎসব মহাপর্ব্ব পালন করুন, আমরা এই প্রার্থনা করিতেছি।

রয়াল কমিশন।

গত ১৯১৯ সালের ভারতীয় শাসন-সংস্কার আইনে ১০ বৎসর পরে পুনরায় কমিশনের নিয়োগ হইবে এরূপ নির্দ্দেশ আছে। লর্ড বার্কেনহেড বলিতেছেন, "ভারতে যাহারা প্রচলিত শাসন-সংস্কারকে সাফল্য মণ্ডিত করিতে ইচ্ছুক নহে তাহারাও বলিতেছে যে, প্রচলিত শাসন সংস্কার আইনে যে সকল সর্ত্ত আছে, সেগুলি নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বেও পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হইয়াছে।" ইংলণ্ডের সকল দলই বিশেষতঃ শ্রমিক দলের পক্ষে লর্ড অলিভিয়ার কমিশন নিয়োগের সমর্থন করিয়াছেন। প্রকাশ যে, "বর্ত্তমান সময়ে রাজ্য শাসন সংক্রান্ত এমন একটি মহান সমস্যা বৃটিশ রাজনিতিবিদ্‌দিগের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে যে সমস্যা বহুকাল যাবৎ তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত হয় নাই। লর্ড ইসলিংটন বলিয়াছেন, লর্ড হার্ডিঞ্জ ও লর্ড চেমস্‌ফোর্ড ভারতের অবস্থার গুরুত্ব সম্বন্ধে রিপোর্ট করায় তাঁহারা এই শাসন সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া পারলামেণ্টে ঐ ঘোষণা করিয়াছেন।

এই রয়াল কমিশনে ভারতীয়ের স্থান হয় নাই বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। স্যার সায়মন প্রমুখাত সাতজন পারলামেণ্টের সভ্য ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন প্রণালী নির্দ্ধারণ করিবার ভার পাইয়াছেন। মিসেস্ বেশাণ্ট মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডন্যাণ্ডকে তারযোগে অনুরোধ করিয়াছিলেন, "কোন শ্রমিক সদস্য যেন রয়াল কমিশনে আসন গ্রহণ না করেন।" তাঁহার সে আবদার রক্ষিত হয় নাই। এই কমিশন সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্য্য পারলামেণ্ট ক্ষিপ্রতার সহিত সুসম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন এবং ইহার সভ্যগণ আগামী বৎসরের প্রারম্ভেই এদেশে আসিয়া পৌছিবেন। ইতিমধ্যে পরামর্শের জন্য বড়লাট দেশের নেতাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সে আলোচনা গোপনেই হইয়াছে।

কলিকাতার টাউনহলে এক বিরাট সভা ও মফঃস্বলের বহুস্থানে বিভিন্ন সভায় সর্ব্ব সম্মতিক্রমে এই রয়াল কমিশনে ভারতীয়কে না লওয়ায় এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, "ভারতের আপন শাসন প্রণালী স্থির করিবার অধিকার অস্বীকৃত হওয়ায় ভারতের জাতীয় আত্মসম্মানে যে আঘাত করা হইয়াছে তজ্জন্য ঘৃণা প্রকাশ করিয়া উহার সংস্পর্শ বর্জ্জন করিতে সিদ্ধান্ত করিতেছেন, এবঃ কোনও ভাবে উক্ত কমিশনের সংস্পর্শে না আসিবার জন্য সমস্ত সাধারণ সভা সমিতি, বিশেষতঃ ব্যবস্থাপক সভা সমূহকে অনুরোধ করিতেছেন।" টোরী সাম্রাজ্যবাদীদিগের নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে সকল দলের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের—হিন্দু, মুসলমান, স্বরাজী ও মডারেটের সঙ্কল্প যেরূপ দৃঢ়, বঙ্গের জনমতের নির্ঘোষ ধ্বনিও তেমনি সুস্পষ্ট। টাউন হলের সভায় "মিঃ জে, এল, ব্যানার্জ্জী" বলিয়াছেন, "চুষিকাঠিতে ভুলিও না।" "কমিশনটি সমগ্রভাবে উহার ডালপালা সব সমেত আমরা আগাগোড়া বয়কট করিব। লর্ড সিংহ, আগা খাঁ বা আমীর আলির মত চুষিকাঠিটি পাইয়া আপনারা সন্তুষ্ট হন ইহাই হয়ত ইংরেজেরা চাহিবে। আপনারা যেন কিছুতেই বিভ্রান্ত না হন। আমাদের ক্ষমতা ও বুদ্ধি যতই সীমাবদ্ধ হউক, আমরাই শাসন ব্যবস্থা রচনা করিব।"

টাউন হল সভার সভাপতি স্যার আবদার রহিম যে কমিশন সম্বন্ধে এতটা বিপরীত ভাব অবলম্বন করিবেন, তাহা ইংরাজ স্বপ্নেও ভাবেন নাই। ভারতে অসহযোগ নীতি অবলম্বন করিয়া কাজ ভাল হয় নাই এবং উহা দ্বারা বৃটনের জন সাধারণের মন বিচলিত করিবার কোনই সম্ভাবনা নাই, লর্ড বার্কেনহেডের এইরূপ বিশ্বাস। যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য্য কখন অস্ত যায় না সেই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রত্যেক রথী, মহারথী দল, উপদলের এই রয়াল কমিশনের সাহচর্য্য করিবার আগ্রহের অন্ত নাই। ব্রিটনবাসী ইহার জয় জয়কার করিতেছেন। ভারতীয়ের একমাত্র ভরসাস্থল শ্রমিক সদস্য। তাঁহাদিগের কার্য্যকলাপ দেখিলে মনে হয়, "হা শম্ভু তুমিও বাম!" কমিশনের প্রকৃত সদস্য পদ কোনও ভারতবাসীকে দেওয়া হইবে না শ্রমিকদল ইহাতে রাজী হইয়াছেন। লর্ড বার্কেনহেড সুস্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন, যাহাতে ত্বরায় রয়াল কমিশনের নিয়োগ হয় সেজন্য ভারতের নানাদিক হইতে তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হইয়াছে। ভারতের দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন পরামর্শ দাতাগণ তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, "ভারতে ঐরূপ অনুরোধ রক্ষা করিবার মত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে!" উদারনীতিক দলের লর্ড রিডিং দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন, ১৯১৯ সালের অবলম্বিত নীতি কার্য্যে পরিণত করাই গভর্ণমেণ্টের একমাত্র লক্ষ্য। দেহ-মন-প্রাণ দিয়া ইংরাজের সহায়তা করতঃ ষ্টাটুটারী কমিশনটিকে সর্ব্বতোভাবে সাফল্য মণ্ডিত করিয়া তুলিবেন বলিয়া সহস্র সহস্র ভারতীয় রাজা, মহারাজা, নাইট, নবাব, ধনী, মানী ব্যক্তিগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা "মার্কা মারা," "নামজাদা," "সর্ব্বঘটে বিরাজমান" "নেতা" ও বক্তাদিগের চির-পরিচিত মামুলীসুর ও ভ্রূকুটিতে ভীত হইবার লোক

নহেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহাদিগের বিশেষ কোন প্রভাব আছে, তাঁহার কিংবা ইংরেজ জাতি এখন আর তাহা মনে করেন না। ব্রিটনবাসী "কপাল ঠোকা" করিয়া "অন্ধকারে ঝাঁপ" দেন না। তাঁহাদের লক্ষ্য অব্যর্থ। ইতিমধ্যেই যে সকল উদারনীতিক ও উন্নতিশীল হিন্দু নেতা ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন তাঁহাদিগের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করাও ভারতের ভাগ্যবিধাতাগণ প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন নাই, কেবল মুসলমানগণই সমাদৃত হইতেছেন। "ভারতে অবস্থা ক্রমশঃই উন্নতির দিকে পরিবর্ত্তিত হইবে", বহুলোক ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে, এখনকার বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনি ত্বরায় ক্ষীণ হইয়া যাইবে ইহাই তাঁহাদিগের বিশ্বাস! ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলন দীর্ঘ ২২ বৎসরের পর এখন কঙ্কালসার হইয়া পড়িয়া আছে। মহাত্মা গান্ধী নানা দিগদেশ দেখিয়া "হাল ছাড়িয়া" দিয়াছেন। কে এই ৩৩ কোটি ভারতবাসীকে পরি-চালিত করিবে? একটি প্রবল সম্প্রদায় ত স্বার্থান্ধ হইয়া কোটি কোটি নরনারীকে জলাঞ্জলি দিয়া চাহিতেছেন স্বাধিকার, আরও অধিকার। অন্যান্য স্বাধীন দেশে অস্পৃশ্যতা নাই, ধর্ম্মের কলহ নাই। এই পরাধীন দেশে অস্পৃশ্যতা আছে, ধর্ম্মের কলহ সাম্প্রদায়িক বিবাদ, দলাদলি ও বাকী যা কিছু সবই আছে। ফলে স্বরাজের ভিত্তি হইয়াছে রাজনীতি ভ্রাতৃরক্ত কিঞ্চিন্মাত্র শাসনাধিকার লাভ করিয়াই গোটা ভারতবর্ষে উপদ্রব অশান্তির একশেষ হইয়াছে; সম্পূর্ণ দায়ীত্ব পূর্ণ শাসনাধিকার যে কি মহাপ্রলয় ঘটাইবে তাহা ইংরেজ বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় দেশে স্বায়ত্ব শাসনের যে সমুদায় বাধা বিকট মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, একা ব্রিটিশ গভর্ণ-মেণ্টের পক্ষেই সে সমুদায় চিরতরে দূরীকৃত করতঃ এই বিচিত্র্য মহাদেশে প্রেমভক্তি লহরিত ললিত সুমধুর শান্তিধারা প্রবাহিত করা কি সম্ভবপর হইবে?

কমিশন নিয়োগের অধিকার পার্লামেণ্টের, আর তাহার সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার "সমানের সহিত সমান" ভারতবাসীর। আমরা স্যার আবদার রহিমের এই উক্তির কোনই যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখি না। দেশের লোকের "আত্ম মর্য্যাদার" মূল্য যে কত তাহা কি ভারতীয় বা ইংলণ্ডবাসী বিলক্ষণ বুঝিয়া লইয়াছেন। আর এই ৩৩ কোটি লোকের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার? সে অধিকার আপনি আসিবে, (না আসিয়া থাকিতেই পারে না) যেদিন দেশবাসী মানুষ হইবে, এই ৩৩ কোটি ভারতবাসীর প্রকৃত ভাবে জাতীয়তার উদ্বোধন হইবে, সুপ্ত দেশপ্রাণতা জাগিয়া উঠিবে; পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ভুলিয়া ভারত এক বিশেষ লক্ষ্যের অভিমুখে দৌড়িতে শিখিবে।

দেশের এইরূপ প্রবল অশান্তি অন্তর্বিবাদ কোলা-হলের দিনে প্রচ্ছন্ন রাজনীতি-সূচক সাময়িক সাম্প্র-দায়িক মিলন আমাদিগের কোন কাজে আসিবে না। দেশোদ্ধার করিবে কে? সহযোগী ভোট-রঙ্গের একখানি ব্যঙ্গচিত্রে ক্ষুৎপিপাসাক্লিষ্টা রোরুদ্যমানা নারী বলিতেছেন, "হায় অদৃষ্ট, মাতৃজাতির উপর যাদের এত দয়া তাহারাই দেশ মাতার উদ্ধারকর্ত্তা।

যাহা করিবার ইংরাজ জাতি তাহা করিবেই। "ভারতবাসীদের মঙ্গল সাধনেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া গভর্ণমেণ্ট যাহা ভাল বুঝিবেন তাহাই করিবেন এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছেন, সে বিষয়ে সংশয় মাত্র নাই। "ভারতের নানাদিক হইতে অনুরোধ" "রাজ্যশাসন সংক্রান্ত এমন একটি মহান সমস্যা যাহা বহুকাল ভারত সচীবের সমক্ষে উপস্থিত হয় নাই" এইরূপ গুরুতর ব্যাপার গুলি "ধামা চাপা" দিলেই তুষের আগুন নিবিবে না। অতএব নানা দিগ্‌দেশ দেখিয়া আমাদিগের মনে হয়, কমিশনের সাক্ষীদিগকে জেরা করা প্রভৃতি যে যে অধিকার ইংরাজ আমাদিগকে দিবেন, দেশের মুখ চাহিয়া তাহাই সানন্দে গ্রহণ করতঃ এই সাইমন কমিশনের সাহচর্য্য করায় আমা-দিগের লাভ বই ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদিগের অনেকটা ক্ষতি করিয়া ফেলিয়াছি।

মধু মিলন,—মিলনের সাধ প্রেমিক প্রেমিকার একচেটিয়া নহে, ফুল্ল রাত্রিতে "দখীন হাওয়া" বহিলে অপ্রেমিক ও অপ্রেমিকারও যে কোনও রূপ একটা মিলন সংঘটন অপ্রাকৃতিক নহে, এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি আমরা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতেছি। স্বরাজী দল বলিলেন, "হিন্দু মুসলমানের মিলন হউক", আর অমনি মিলন হইয়া গেল। "Let there be light and there was light"। ইহার প্রমাণ, এই মধু মিলনের পর দেশের নানাস্থানে সাম্প্রদায়িক বিবাদ, আবদুল রসীদের দেহ লইয়া ৪০ হাজার লোকের শোভাযাত্রা। "হিন্দুরা এমন ভাবে গীতবাদ্য করিতে পারিবেন না, যাহাতে মসজিদের প্রার্থনা রত মুসল-মানদের বিরক্তি উৎপাদন করিতে পারে।" এত বড়

মাথা যে মানুষের ঘাড়ের উপর থাকিতে পারে তাহা ইতঃপূর্ব্বে আমরা কল্পনাও করিতে পারি নাই। যে সাম্প্রদায়িক বিবাদের ফলে এই সুবিস্তীর্ণ দেশের মধ্যে তিনশত লোক হত ও ন্যূনাধিক তিন সহস্র লোক আহত হইল তাহা কি এমনই ভাবে গীতবাদ্যের ফল যাহাতে মসজিদের প্রার্থনারত মুসলমানদের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিল? আর যদ্যপি তাহাই হয় ত মিলনকামীদল কয়েকটি গান বাঁধিয়া বিশুদ্ধ স্বরাজী সুর ও মুনসিপালী তাল মান লয়ে, মাদলাদি বাদ্য ও কাঠিনাচ করতঃ দীনুমিঞার মসজিদের সম্মুখে শোভাযাত্রা করিয়া কেমন ভাবের একটা উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া না দিলে ত "এমন ভাবের" সম্যক বিশ্লেষণ হইল না। এই "রেজোলিউসানি মিলন" বৈঠকের দ্বিতীয় ও শেষ ধারাটি সমধিক বিস্ময় কর। "মুসলমান ভ্রাতৃগণ অতঃপর অবাধ গো-হত্যার অধিকার পাইলেন; তবে সেই "এমন ভাবে" হত্যার জন্য গরু লইয়া যাইতে কিংবা গো-হত্যা করিতে পারিবেন না যাহাতে হিন্দু ভ্রাতৃগণের বিরক্তি উৎপাদন করিতে পারে। অর্থাৎ গো-হত্যাটি কিছুই নয়, কেবল হত্যার জন্য গরুটী অতঃপর ল্যাজে বাঁধিয়া কিংবা মন্দিরের সম্মুখে পাঁঠা বলির ন্যায় পূজায় রত হিন্দুর চক্ষের উপর জবাই করা চলিবে না।

সংবাদ কোষ।

বাঙ্গালায় নিপীড়িত জাতির সংখ্যা ১১৫০০০০০ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য কায়স্থ ব্যতীত নিম্ন শ্রেণীর সংখ্যা ১৮১০১৮৭৩ বাঙ্গালায় মুসলমানের সংখ্যাই বেশী।

যুক্তরাজ্যের জনপ্রতি বাৎসরিক আয় ১১১৬৲, গ্রেটব্রিটেন ৬৯৬৲, ফ্রান্স ৫৪৬৲, জার্ম্মাণ ৪৬৮৲, আর এই পরাধীন ভারতবর্ষের জনপ্রতি আমাদের বাৎসরিক আয় মাত্র ৩০৲।

সূতিকাগৃহে প্রসূতির মৃত্যু।

গত ১লা কার্ত্তিক মঙ্গলবার রাত্রিতে মৃজাপুর গ্রামে শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র হালদারের পুত্রবধূ নবজাত কন্যাসহ সূতিকাগৃহে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সূতিকাগৃহের পরিমাণ এত ক্ষুদ্র যে শ্মশানের শবদাহের চিতাও তদপেক্ষা বড় হইয়া থাকে। এরূপ গৃহে প্রসূতিকে একাকিনী রাখিয়া বাটীর সকলে স্ব স্ব গৃহে বড় আরামে নিদ্রা যাইতেছিল। সূতিকা গৃহের প্রদীপে এই দুর্ঘটনার কারণ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সূতিকা গৃহখানা সকলেরই খেলো মনে করা যে কতদূর ভুল, তাহা এই ব্যাপারে বিশেষ উপলব্ধি হইতেছে। ("হিন্দুরঞ্জিকা।")

নানাকথা।

"ফ্রী প্রেস" সংবাদ দিতেছেন যে,

গত ২২শে তারিখে স্বামী সত্যানন্দ জালন্দা সুন্দরী নাম্নী বাইশ বছরের এক খৃষ্টান মহিলাকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন যে, "বাইস বৎসর বয়সেই ধিক!" "জালন্দা সুন্দরী" তুমি এই বয়সে কুল মজাইলে কেন গা? কুল না মজিলে মিষ্টি হয় না বলিয়াই কি?

বেহার প্রদেশে শুদ্ধিকার্য্য দ্রুতভাবে অগ্রসর হইতেছে। বেতিয়ার ৩৬ জন গদ্দি মুসলমান হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে।

কানপুরের হিন্দু কর্ম্মী পণ্ডিত রামলাল ভামা হাকিম সম্প্রতি আবদুল রসিদের ভাই এই স্বাক্ষরযুক্ত এক বেনামী চিঠি পাইয়াছেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে, হিন্দু সংগঠনের কাজ পরিত্যাগ না করিলে তাঁহাকে হত্যা করা হইবে।

বঙ্গলক্ষ্মী মিলের ষড়যন্ত্রের আসামী বসন্তকুমার লাহিড়ী সুকুমার লাহিড়ী, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ও বিজয়কুমার বিশ্বাস বঙ্গলক্ষ্মীর ১১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা তছরুপ করিবার অভিযোগে সেসনে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

দুই মেয়র—মিঃ জে, এম, সেনগুপ্ত রাণাঘাটে কতকগুলি দরিদ্র হিন্দু রমণীকে প্রথম শ্রেণীর গাড়ী হইতে রেল পুলিশের দ্বারায় নামাইয়া দেওয়ার ফলে রাণাঘাট ও কৃষ্ণনগরে বিষম চাঞ্চল্য হইয়াছে। মিঃ সেনগুপ্তকে সভাপতি করিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করিবার কথা ছিল, তাহা হয় নাই। কেননা সভায় জমিদার শ্রীযুত রণজিৎকুমার পাল চৌধুরী, শিবেন্দ্রনাথ সিংহ (যাঁহারা রাণাঘাটে মিঃ সেনগুপ্তের সঙ্গে এক গাড়ীতে গিয়াছিলেন) এবং অন্যান্য ভদ্রলোক মিঃ সেনগুপ্ত সভাপতি হইলে সভায় উপস্থিত থাকিবেন না বলেন। (আনন্দবাজার পত্রিকা)

লণ্ডন হইতে ৬ই নবেম্বর সংবাদ আসিয়াছে যে, যে গিল্ডহলে পৃথিবীর খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগকে অভ্যর্থনা করা হয়, সেই হলে সংপ্রতি এক অদ্ভুত এবং অভূতপূর্ব্ব অভ্যর্থনা উৎসব হইয়া গিয়াছে। এরূপ ঘটনা বোধ হয় পৃথিবীর কোন দেশে, কোন কালে হয় নাই। লর্ডমেয়র স্বর্ণপরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া কর্পোরেশনের ঝাড়ুদার, নর্দ্দমা পরিষ্কারকারী প্রভৃতি ৮৫০জন লোককে গিল্ডহলে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। এই উৎসবে লেডী মেয়রও যোগদান করিয়াছিলেন। লর্ড মেয়রের ভোজ উৎসবে সাধারণতঃ যেরূপ সমারোহ ও বন্দোবস্ত হয়, এই অনুষ্ঠানেও তদনুরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ভোজ সভাতে কর্পোরেশনের জনৈক উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ঝাড়ুদারদিগের "স্বাস্থ্যপান" করেন।

"শ্বেত কুষ্ঠের মহৌষধ"—খ্রীষ্টীয় বান্ধবের অক্টোবর সংখ্যায় শ্বেত কুষ্ঠের আফিস ভ্রমক্রমে ৪৮ বি, পটুয়া টোলা লেন দেখান হইয়াছিল। এই আফিসের ঠিকানা ৫৮ বি পটুয়া টোলা লেন।

বড়দিন।

বড়দিন:—এই শব্দটি যে আমাদের দেশগত ও ভাষাজাত নহে ইহা অস্বীকার্য্য নহে। "জন্মাষ্টমী" বলিলে আমাদের দেশের প্রায় সকলেই বুঝিতে পারে যে জন্মাষ্টমীর দিনটা কি কারণে হিন্দু ভ্রাতৃগণ দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া থাকে কিন্তু বড়দিন বলিলে অনেক লোকেই বুঝিতে পারে না যে এই বড়দিন কি কারণে বড়দিন বলিয়া প্রতিপালিত হইয়া থাকে। ইউরোপ বাসীগণ এই বড়দিনকে আপনাদিগের দেশগত ও ভাষাজাত করিয়া এই বড়দিনকে, Great day, Big day ইত্যাদি না বলিয়া খ্রীষ্টমাস্ নাম দিয়াছে কিন্তু আমাদের বেলা নিরস অব্যক্ত একশব্দ ব্যবহার করিয়াছে। এই বড়দিন শব্দটি যেন আমাদের দেশগত ও ভাষাজাত এবং ইহার মুখ্য অর্থব্যঞ্জক হয় তজ্জন্য বড়দিনকে বড়দিন না বলিয়া খ্রীষ্টের জন্মোৎসব বলা ভাল।

বড়দিন মনুষ্যের জন্য বাস্তবিক বড়দিন। যে রাত্রিতে যীশু খ্রীষ্ট বৈৎলেহম্ নগরে গোশালায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই রাত্রিতে তথাকার যে মেষ পালকেরা নগরের বাহিরে মাঠে মেষরক্ষা করিতেছিল একজন স্বর্গীয় দূত তাহাদিগকে দর্শন দিয়া বলিয়াছিল, অদ্য তোমাদের জন্য দাউদের নগরে এক মশীহ অর্থাৎ ত্রাণকর্ত্তা জন্মিয়াছেন, তোমরা তাঁহাকে গোশালায় পটিকাবেষ্টিত যাবপাত্রে শয়ান দেখিতে পাইবে। পরে দূতের বাহিনী উক্ত দূতের সহিত মিলিত হইয়া, "ঊর্দ্ধে ঈশ্বরের মহিমা ও পৃথিবীতে নরগণে শান্তি" এই গান করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। এদন্ উদ্যান হইতে বহিষ্কৃত এবং ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের যে ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহা বিচ্ছিন্ন হইবার পর মনুষ্য যে অশান্তি ভোগ করিয়া আসিতেছিল, খ্রীষ্টের জন্মে সেই অশান্তি দূর হইবার পথ উন্মুক্ত হইল; সুতরাং ইহা মনুষ্যের পক্ষে যে বড়দিন তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে খ্রীষ্টীয় সমাজের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে এ বড়দিন কেবল ধনী বড় লোকেরই বড়দিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা এই বড়দিনের আধ্যাত্মিক অর্থ বিস্মৃত হইয়া এবং দরিদ্র ভগ্নী ও ভ্রাতৃগণকে উপেক্ষা করিয়া অর্থের প্রাচুর্য্য হেতু নানা জাগতিক রঙ্গরসে মত্ত হইয়া আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। বৈৎলেহম্ সহরে অনেক ধনী, গুনী ও জ্ঞানী লোক যে ছিলেন ইহা নিশ্চয়; কিন্তু মশীহের জন্মকথা তাঁহাদিগের নিকট প্রকাশিত না হইয়া নিরক্ষর, দরিদ্র, রাখালদিগের নিকট প্রকাশিত হইল। ধনী ও গুনী জ্ঞানী লোকেরা দরিদ্রদিগকে উপেক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বর তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া দরিদ্রদিগের নিকটে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, ইহা আমাদিগের মনে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। এইজন্যই খ্রীষ্ট সেই ধনী যুবককে বলিয়াছিলেন, যদি পরিত্রাণ পাইতে চাও তাহা হইলে তোমার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর ও আমার পশ্চাদ্গামী হও।

অতঃপর লিখিত আছে যে সেই রাখালেরা দূতের দ্বারা প্রকাশিত সংবাদের সত্যাসত্য জ্ঞাত হইবার জন্য বৈৎলেহম্ নগরে গমন করিয়া যীশুর অন্বেষণ করিতে লাগিল, পরে দূতের কথামত তাঁহাকে গোশালায় দেখিতে পাইয়া যাহা যাহা দেখিয়াছিল তাহা বাহিরে লোকের কাছে প্রচার করিল। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই রাখালেরা শিশু যীশুকে এমন কি দেখিয়াছিল যাহা প্রচার করা তাহারা আপনাদিগের কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিল। তাহারা যাবপাত্রে শয়ান সেই শিশু যীশুর প্রতি যতবার দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, ততবারই অভূতপূর্ণ আশাপ্রদ দৃশ্য দর্শন করিয়াছিল। তাহারা সেই শিশু যীশুতে দেখিয়াছিল যে ইনিই তিনি যিনি মিদিয়োনের প্রান্তরে প্রজ্বলিত ঝোপের মধ্যে থাকিয়া ইস্রায়েল বংশের মিসরের দাসত্ব হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির কথা মোশীকে জ্ঞাত করিয়াছিলেন, তাহারা দেখিয়াছিল যে ইনিই তিনি যিনি নীলনদীর

জলকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ইস্রায়েল বংশের নদী পার হইয়া পরোপারে যাইবার জন্য নদী গর্ভে শুষ্ক ভূমির পথ করিয়া দিয়াছিলেন, ইনিই তিনি যিনি দিবসে মেঘাকারে চন্দ্রাতপের ন্যায় ও রাত্রিকালে অগ্নির স্তম্ভের ন্যায় আলোক প্রদান করিয়া ইস্রায়েল বংশকে সেই প্রান্তর পথে নিরাপদে লইয়া গিয়াছিলেন, ইনিই তিনি যিনি জর্দ্দন নদীর জলকে দুইভাগ করিয়া ইস্রায়েল বংশের যিরীহো নগরে যাইবার শুষ্কপথ করিয়া দিয়াছিলেন; ইনিই তিনি যিনি যিরীহো নগরের প্রাচীর বেষ্টনকালে তুরীবাদকদিগের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়াছিলেন, ইনিই তিনি যিনি ক্রশ কাষ্ঠে আত্মোৎসর্গ করিয়া মানব জাতির নিরাশ ও শান্তিশূন্য হৃদয়ে আশা ও শান্তি প্রদান করিয়া স্বর্গের অবরুদ্ধ পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবেন। এই সমস্ত যাহা তাহারা দেখিয়াছিল তাহা বৈৎলেহম্ বাসী জনসমাজের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল, আমরা যাঁহার অপেক্ষায় আছি ইনি সেই প্রতিজ্ঞাত মশীহ। আমাদের চক্ষু ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে যদ্যপি বৈৎলেহম্ বাসী মেশপালকদিগের ন্যায় অপূর্ব্ব দর্শন দেখিয়া থাকে তাহা হইলে তাহা অপরের নিকট ব্যক্ত করিবার জন্য আমরা অন্যের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকি কেন?

শ্রীলালবিহারী শাহ।

প্রিয়বন্ধুগণ,

ঈশ্বর মঙ্গলময়। তাঁহারই কল্যাণে পুনরায় বড়দিন আগত। পুনরায় তাঁহার অপার করুণার মহাদান স্মরণ করিতে আমরা আজিও জীবিত রহিয়াছি, বড়দিনের উৎসবে মাতিতে আমরা আজিও প্রস্তুত। আমরা নিশ্চয়ই বলিতে চাহিব যে, স্বর্গীয় দূতের মণ্ডলীর সহিত এই পার্থিব মণ্ডলীর স্বর মিলাইয়া গাহিব ঃ—

"ঊর্দ্ধে ঈশ্বরের মহিমা,
পৃথিবীতে শান্তি, মনুষ্যদিগেতে প্রীতি"

এইরূপে ঈশ্বরের স্তব করা সুপ্রথা হইলেও তাহা হৃদয়ের সহিত ঐকান্তিক ভাবে গীত হইলেই আরও উত্তম ও সমধিক সুফলপ্রসূ হইয়া থাকে; কিন্তু সর্ব্বোত্তম প্রথাটি তখনই প্রকাশ পায় যখন আমাদিগের বিবেক সাক্ষ্য দিয়া বলে, হাঁ, আমার জীবনের কার্য্যকলাপ ও আচার ব্যবহার এরূপ হইয়াছে, যদ্বারা বাস্তবিকই ঊর্দ্ধে ঈশ্বরের মহিমা, পৃথিবীতে শান্তি ও মনুষ্যদিগের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়াছে।

বন্ধুগণ, আমাদের জীবন দ্বারা আর কেহ কি এ জগতে সুখী কিংবা আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছে? এ পৃথিবীতে কাহাকে কি শান্তি ও প্রীতি প্রদান করিতে পারিয়াছে? ইহা সত্য হইলে তবে ধন্য আমাদের মানব জন্ম, আর ধন্য আমাদের খ্রীষ্টের জন্মোৎসব পালন। কিন্তু যদ্যপি এই বিবেক বলে, "না, আমার দ্বারা তো বিশ্বের কোনও উপকার সাধিত হয় নাই, প্রতিবেশী বা সমাজের শান্তি বা প্রীতি বর্দ্ধনের কোনই প্রচেষ্টা হয় নাই" তাহা হইলে বড়দিন পালন কি আমাদের পক্ষে মিছা একটী পৌত্তলিক-পর্ব্ব পালনের অনুরূপ নহে? অতএব আইসুন, অতঃপর আমরা নূতনভাবে এই শুভ বড়দিন পালন করিয়া সুখী হই। অর্থাৎ যদ্দ্বারা আমরা খ্রীষ্টীয় জ্ঞানে, জীবনে ও একতায় অগ্রসর হইতে পারি তাহার একটি সমাজ হিতকর সদুপায় অবলম্বন করি।

বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয়ান যে আমরা সমগ্র ভারতময় ছড়াইয়া আছি, পরস্পরের নিকট সুখ, দুঃখ, মতামত অভাব অভিযোগ বিবৃত ও অনুভব করিবার আমাদের একমাত্র উপায় একটি স্বাধীন বাঙ্গালা সংবাদপত্র বা পত্রিকা। দুই চারিটি ইংরাজী জানা বাঙ্গালী লইয়া তো বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয়ান সমাজ গঠিত ও পরিচালিত হইতে পারে না; সুতরাং কেবল মাত্র তাহাদের লইয়া সমাজের বলও বৃদ্ধি হওয়া সম্ভবপর নহে। মাতৃভাষার সাহায্যে মাতৃভূমির সমুদয় সন্তানকে লইয়া ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ করিতে হইলে "খ্রীষ্টীয় বান্ধবকে" জীবিত ও পুরিপুষ্ট করা নিতান্ত প্রয়োজন, ইহা কি এ যুগেও বলিয়া জানাইতে হইবে? ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনের দায়িত্ব পালন সম্বন্ধে আমাদিগের কতকটা জ্ঞান হইয়াছে বটে, কিন্তু সমাজের প্রতি আমাদের যে এক বিশেষ কর্ত্তব্য পালন আবশ্যক এ জ্ঞান আমাদের এখনও সম্যকরূপে ফুটে নাই। রাজচক্রবর্ত্তী ব্রিটিশ জাতির দায়িত্ব বোধ সূচক জাতীয় জীবন অবাধে ফুটিয়াছে, বাকী সুধু ফুটিতে তাহাদের সার্ব্বজনীন জীবনের দায়িত্ববোধ, অর্থাৎ জগৎ পিতার জগৎ জীবের প্রতি সমভাবে কল্যাণ সাধনের বোধ। এই নিঃস্বার্থ খ্রীষ্টীয় জীবনের উপলব্ধির অভাবে জগতের কত জাতীর উত্থান ও পতনের ইতিহাস পাঠ করা যায়। ব্রিটিশ জীবনে এই দায়িত্ব বোধটি না ফুটিলে মহা পরাক্রান্ত ব্রিটিশেরও লোপ হইবে—সন্দেহ নাই; কিন্তু জিজ্ঞাস্য, আমরা কোথায়? আমাদের কতটুকু জাগরণ হইয়াছে? হায় আমাদের এ পর্য্যন্ত সামাজিক দায়ীত্বেরও সম্যকরূপ উপলব্ধি হয় নাই। কবি ঠিক বলিয়াছেন, "গোলামের জাতি শিখেছি গোলামি" কিন্তু খ্রীষ্ট বলিতেছেন, "সত্যই তোমাদের স্বাধীন করিবে।" আত্মা স্বাধীন না হইলে দেশ স্বাধীন হইবে কিরূপে? স্বাধীন ভাবে সমাজের নৈতিক ও পারমার্থিক জীবন আলোচিত হইবার সুবিধা না থাকিলে ধর্ম্মের উপলব্ধি হইবে কি প্রকারে? সমাজের একটি স্বাধীন মুখপত্র না থাকিলে সমাজের লোকের মনোভাব পরিব্যক্ত ও জ্ঞাত হওয়া কি সম্ভব?

অতএব, এইখানে পাঠকগণকে আমাদের এই সানুনয় নিবেদন যে, "খ্রীষ্টীয় বান্ধবের" পরম উৎসাহী ও অসীম সাহসী সম্পাদক মহাশয়কে তাঁহার ত্যাগ ও শ্রমের যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার স্বরূপ আমাদিগের আয়ের এক মাসের দশমাংশ প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহার সংবর্দ্ধনা করি। তাঁহার এই অদম্য উদ্যমকে ধন্যবাদ না দিয়া তুচ্ছ করিলে কি আমাদের সামাজিক দায়িত্বের ঘোরতর ঔদাসিন্য ও কলঙ্ক প্রকাশ পায় না? এই অবহেলার বিষময় ফলও কি আমাদের একদিন ভোগ করিতে হইবে না? এই ক্ষুদ্র পত্রিকায় তো কাহারও একছত্র অধিকার দেখি না। তবে কেন সমাজ ইহাকে বুকে করিয়া লইবে না?

"তুমি জলের উপর আপন ভক্ষ ছড়াইয়া দাও কেননা অনেকদিন পরে তাহা পাইবে? "অতএব আশা ও প্রার্থনা করি যে, সমাজের উত্তম লেখকগণ ও ক্ষুদ্র মহৎ দাতাগণ নিজের আমিত্ব ভুলিয়া সাধারণের কল্যাণ কল্পে "খ্রীষ্টীয় বান্ধবের" কল্যান সাধনে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া অমোদের কৃতজ্ঞ হৃদয়ের ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন।

জনৈকা ভগিনী।

শিল্প বাণিজ্য ঃ

৭৪টী দুগ্ধ সমিতি প্রত্যহ কলিকাতায় ১১০ মণ বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহ করিতেছে।

পেঁপের চাষ।

পেঁপে অতি উপকারী ও উপাদেয় ফল। আমাদের বাড়ীর আশে পাশে অযত্নরোপিত পেঁপের গাছও এত অধিক ফলপ্রদান করে দেখিয়াও ইহার চাষে আমরা উপেক্ষা করিতেছি। বাজারে একটি পেঁপের দাম চারি আনার কম নয়। এক বিঘা জমিতে ১০০টি পেঁপের গাছ রোপন করিলে এক বৎসর পরেই তাহা এত অধিক ফল প্রসব করিবে যে প্রতি পেঁপে এক আনা করিয়া বিক্রয় করিলেও প্রতিমাসে গড়ে ৫০৲ টাকা পাওয়া যাইবে। বৎসরে ছয় মাস ফল পাওয়া গেলেও এক বৎসরে বিঘা প্রতি ৩০০৲ টাকা আয় হইবে।

অল্প ব্যয়ে, সামান্য পরিশ্রমে জমীর আয় বাড়ানো আমরা আর কবে শিখিব? বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের "কৃষি বিভাগ" আজ ২৫ বৎসর কাল এই বিষয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন; কিন্তু আমরা নিজেরা ২৫টি দিন-ও কি এ বিষয়ে মাথা ঘামাইয়াছি? আমাদের পাঠক পাঠিকারা অতঃপর এই বিশেষ চাষটিতে মনঃসংযোগ করিবেন. এরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করুন।

স্বাস্থ্য।

ধুনো ও গন্ধক জ্বাললে যদি মশা না মরে ত ঘরের দ্বার বন্ধ করে অইভাবে আগুনে নাল্‌তে ফেলে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখুন।

কয়েকদিন ধরে বেশ করে আকন্দ পাতার ধূম ইন্দুরের গর্ত্তে, ঘরের চারিদিকে দিলে সব ইন্দুর পালাবে, আর ফিরে আসবে না।

চোখ ওঠা,—হাতি শুঁড়ের পাতার রস চোখে দিন।

ছেলেদের সর্দ্দি,—এক কাঁচ্চা নেবুর রসে সামান্য পরিমাণ পিপুল গুঁড়া ও ১৫ ফোঁটা মধু একত্রে গরম করে সকালে ১ বার। সর্দ্দি বেশী হলে সকাল সন্ধ্যে খাওয়ান।

পোড়া ঘায়ে,—তিলের তেলে বড় কেঁচো ফেলে জ্বাল দিয়ে ঐ তেলে ঘা ভিজিয়ে পান কিংবা কচি কলাপাতা দিয়ে বেঁধে দিন। ঘা বেশী হলে গাওয়া ঘিয়ে নিমপাতা ফেলে জ্বাল দিন। পরে ঐরূপে সেটি লাগান।

মাথাধরা,—যে পরিমানে বেশী হবে সেই পরিমানে তেজপাতা বাটা, দারুচিনি বাটা কিংবা পাণে চুণ লাগিয়ে গরম করে রগে লাগান।

ক্ষুদ্র যাত্রী।

গ্রীষ্ম কালের সন্ধ্যার সময় একদিন সূর্য্যাস্ত যাইবার পূর্ব্বে যখন সহরের লোকেরা দ্রুতবেগে নগরের কোলাহল হইতে নিজ নিজ গৃহাভিমুখে নিকটে কিম্বা

দূরে কেহ বা ট্রামে কেহ বা গাড়ীতে গমন করিতেছিল, এমন সময়ে একটী ট্রাম থামিল ও একটী ক্ষুদ্র বালিকা তাহাতে উঠিয়া বসিল। প্রফুল্লবদনা বালিকাটীর বয়স অনুমান চার বৎসরের অধিক নয়। তাহাকে দেখিলে লজ্জাশীলা বোধ না হইলেও অত্যন্ত সাহসী ও বোধ হয় না। শুভ্রবসনা বালিকা একাকিনী একটী রুমালের পুটুলি লইয়া গম্ভীরভাবে এক কোনে বসিয়া পড়িল। পুটুলির মধ্যে যে রুটীখানি ছিল তাহা কতক দেখা যাইতেছিল।

একজন চালক নিকটে আসিলে বালিকা সহাস্য বদনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল মহাশয়! আমি কি এখানে একটু শুইতে পারি? সে বলিল হাঁ অবশ্য তুমি শুইতে পার। ইহা শুনিয়া তাহার মনে বড় আনন্দ হইল। সে ভাবিল সেখানেই থাকিয়া যাইবে।

খানিকপরে দীর্ঘকায় চালক মহাশয় নিকটে আসিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বালিকার মুখের দিকে তাকাইলেন, কিন্তু সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মধ্যেও কোমল ও সদয় ভাব লুক্কায়িত ছিল। অনতিবিলম্বে টাকা পয়সার ঝন্ ঝন্ ও টিকিট কাটার শব্দ শুনা গেল। ট্রাম গাড়ীটী একেবারে পরিপূর্ণ ছিল সুতরাং চালকের কাজও খুব বেশী ছিল। তিনি বালিকাটীর নিকটে আসিয়া ভাড়া চাহিলে সে মাথা নাড়িয়া কহিল "মহাশয়! আমার নিকট একটি পয়সাও নাই। আপনি কি জানেন না যীশু আমার হয়ে আমার ভাড়া দিয়েছেন?" চালক হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অন্যান্য লোকেরা হাসিতে লাগিল। চালক বলিলেন "বালিকে! আমিতো যীশুকে চিনি না—তিনি কে?

বালিকা। "আপনি জানেন না? যীশু পাপীদের জন্য প্রাণ দিয়াছেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য, বড় বড় লোকদের জন্য, তিনি ক্রুশে মরিয়াছেন, যেন সকলকে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁর পবিত্র রক্তে ধুইয়া ভাল মানুষ করিতে পারেন। এটী কি তাঁহার গাড়ী?

চালক। আমার বোধ হয় না। আমি তোমার ভাড়া চাই।

বালিকা। আমি তো বলিয়াছি যীশু বহু পূর্ব্বে তাহা দিয়াছেন। আমার মা মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যীশু ক্রুশের উপরে নিজেকে দান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারই ক্রুশ হইতে সেই রেলগাড়ী আরম্ভ হইয়াছে যাহা পাপীকে পাপময় পৃথিবী হইতে সেই সুখময় পিতার সুন্দর ভবনে লইয়া যায়। আমি সেখানে যাইয়া আমার মাকে দেখিতে চাই। আমি স্বর্গে যেখানে যীশু বাস করেন সেখানে যাইতে চাই। মহাশয়! আপনি যাইবেন না? মা বলেছেন তিনি সানন্দে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যান। চলুন আমরা শীঘ্র যাই নতুবা দেরী হইবে। তিনি দ্বার বদ্ধ করিয়া দিলে আমরা কিরূপে প্রবেশ করিব? তিনি ছোট ছোট শিশুদিগকে তাঁর নিকটে ডেকেছেন। চালক স্তম্ভিতের ন্যায় সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বালিকার কথা শুনিয়া কাহার কাহার নয়ন অশ্রুজলে ভাসিতেছিল। যাহারা কঠিন মনা তাহারাই হাসিতে ছিল। একজন ধীরে ধীরে বলিল, বাস্তবিক দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মুখ হইতে তিনি প্রশংসিত হন। বালিকা বলিল আমি একটী ক্ষুদ্র যাত্রী। আমি স্বর্গের পথে যাইতেছি। আমার মা আমার কাছে যীশুর বিষয় গান গাহিতেন ও তাঁহার পিতার প্রেমের কথা বলিতেন। তিনি বলিয়াছেন, সেই প্রেমময় পিতার বাটীতে আমরা সকলে মিলিত হইব, তাই আজ আমি বাড়ীতে মা, বাবা, মাসীমা, পিসিমা প্রভৃতি কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া আমাদের পোষা বেড়াল ছানাটীকে চুমো দিয়ে কাপড় পরে এই ছোট পুটুলিটি লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম, দেখি স্বর্গের রাস্তা খুঁজিয়া পাই কিনা। (বালিকা বলিল আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে এই বলিয়া পুটুলি হইতে রুটীখানি বাহির করিয়া খাইতে লাগিল ও বলিল মহাশয় আপনি কি একটু খাবেন?)

ইতিমধ্যে আপনার গাড়ী থামিল এবং আপনার সদয় ভাব দেখিয়া ভাবিলাম আপনি বোধ হয় যীশুর গাড়ীর লোক। বলুন আপনি কি স্বর্গে যাইতেছেন? চালক একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেলেন। তাঁহার নয়ন হইতে অবিরল ধারে অশ্রুবারি বর্ষিতেছিল। তাঁহার বাক্যের ক্ষমতা ছিল না। তিনি গত জীবনের বিষাদ পূর্ণ ঘটনাবলীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি কহিলেন আমার একটী অতি প্রিয় ছোট মেয়ে ছিল। তাহাকে আমি প্রাণাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতাম আর সেও আমাকে খুব ভালবাসিত। তাহার কথা মনে হইলে আমার বুক ফেটে যায়। একদিন হঠাৎ আমার সেই আদরের ধন আমাকে জন্মের মত ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বালিকা বলিল, সে সর্গে গিয়াছে—সে যীশুর নিকট গিয়াছে। যীশু তাহার ভাড়া দিয়াছেন। প্রিয় চালক মহাশয় আপনি কি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন না? কোমল প্রাণা বালিকার কথাগুলি তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করিয়াছিল। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। বালিকাটী বাস্তবিক তাঁহার হৃদয় হরণ করিয়াছিল। তিনি তাহাকে কোলে তুলিয়া চুম্বন করিলেন। অন্যান্য লোকেরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এই দৃশ্যটী দেখিতে লাগিলেন। বালিকা কহিল আমার ঘুম পাচ্ছে আপনি অনুমতি করিলে আমি এখানে শুইয়া পড়ি এবং যতক্ষণ না যীশুর দ্বারে আসি ততক্ষণ অপেক্ষা করি—কিন্তু মনে রাখিবেন, দ্বারের কাছে পৌছিলেই আপনি আমার কাপড় ধরিয়া টানিবেন ও আমাকে জাগাইয়া দিবেন, আর দ্বারে একটু আঘাত করিলেই দেখিবেন যীশু সেখানে আছেন। বালিকার কথা গুলি সেই বীর পুরুষের মর্ম্ম স্থলে প্রবেশ করিয়াছিল তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। আমিও সেই গাড়ীতে ছিলাম, নামিয়া পড়ার সময় ভাবিলাম মহা মহা বিদ্বান ও জ্ঞানী লোকেরা যে মহা সমস্যার মীমাংশা করিতে অসমর্থ হইয়া ভীতি ও সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান রহিয়াছেন, সামান্য বালিকার মনে সরল বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বর সেই গুঢ় তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া দিয়াছেন। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালক বালিকাও তাঁহার হস্তের অস্ত্র স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া কঠিন মানব হৃদয় পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় ও ধর্ম্মাত্মার সাহায্যে জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করতঃ পূর্ণ শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। মুক্তি প্রাপ্ত যাত্রীকগণ, আইসুন আমরা ও মুক্ত কণ্ঠে বলি, আমরা স্বর্গে যাইতেছি, যীশু আমাদের ভাড়া দিয়াছেন।

গোরক্ষপুর — জনৈকা মহিলা

(মাননীয় আচার্য্য সুধীর কুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ কর্ত্তৃক "খ্রীষ্টীয় বান্ধবের" জন্য লিখিত।)

শিক্ষা ও শিক্ষক।

শিক্ষার বনীয়াদের উপরেই জাতি প্রতিষ্ঠিত। একটা জাতির উন্নতি বা অবনতি, তাহার ঋদ্ধিবা দারিদ্র্য একমাত্র শিক্ষার উপরই নির্ভর করে। অতি বর্ব্বর সম্প্রদায়ের ভিতরেও শিক্ষার আলোক ধারা ঢালিয়া দিলে তাহাদের অন্তরের সমস্ত অন্ধকার বিনাশ করিয়া তাহা তাহাদিগকে সভ্য, সংস্কৃত ও সুন্দর করিয়া তুলে। পক্ষান্তরে, ইতিহাসে দেখা যায় বহুকালের সভ্য ও সুসংস্কৃত জাতিও এই শিক্ষার বিপর্য্যয়ে আবার ক্রমে ক্রমে বর্ব্বর হইয়া উঠে। এই শিক্ষা আবার পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি শিক্ষাকে বিশেষ বিশেষ আকার দান করে; সে কথার আলোচনা আমরা পরে করিতে চেষ্টা করিব।

জাতির এই শিক্ষার ভার যাহাদের হাতের উপর ন্যস্ত, তাহাদিগকে আমরা শিক্ষক বলি। জ্ঞান-যজ্ঞের এই পুরোহিতেরা, জাতির যাঁহারা গঠনকর্ত্তা, তরুন মনগুলির উপর যাঁহারা কুম্ভকারের ন্যায় ইচ্ছামত আকার অর্পন করেন, তাঁহারা সামান্য নহেন,—সমাজের মধ্যে তাঁহাদের স্থান বেশ উচ্চে। প্রতি জীবন্ত জাতিই, একথা যেন বুঝেন। ভারতের জাতীয় জীবন যখন এমন করিয়া মুমূর্ষু হইয়া পড়ে নাই, ভারত তখন একথা বেশ বুঝিত। তাই, ভারতের সে দিনে সমাজ শিক্ষককে মাথায় করিয়া রাখিয়াছিল, রাজারা শিক্ষকের পদপ্রান্তে চক্রবর্ত্তী সম্রাটের ও মাথার মুকুট লুণ্ঠিত হইত। সে সময়ে শিক্ষক সম্প্রদায়ের সকল অভাব মোচন করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদের মহাব্রত সাধনের সকল রকমের সুবিধা করিয়া দিতেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি সকল জীবন্ত জাতির দেশেও অধুনা শিক্ষক সম্প্রদায়ের এই সম্মাননা ও পূজা সুপ্রতিষ্ঠিত। আর, যেখানেই শিক্ষকদিগের প্রতি সমাজের এই সম্মান ও পূজার ভাব শাশ্বত, সেখানেই জাতির পুষ্টি ও বৃদ্ধি। তাই পুরাতন ভারতের জাতীয়তার ঋদ্ধিও ছিল অসামান্য, এবং আধুনিক ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মান প্রভৃতি দেশের জাতীয়তার পুষ্টি জগতের আদর্শস্থানীয়।

দুঃখের বিষয়, ভারতের পূর্ব্বেকার দিন আর নাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থার ও তাহার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। বহু বিভিন্ন শক্তির সংঘাতে সংক্ষুব্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত ভারত আজ শিক্ষকের পূজা আর করে না,—জাতীয়তার সেই কুম্ভকার সম্প্রদায়কে সমাজ আর তাহার উপযুক্ত সম্মান দেখায় না। শিক্ষক আজ অবজ্ঞাত, তাহার কাজ আজ হেয়—নিন্দার্হ।

শিক্ষক-সম্প্রদায়ের ও তাই আজ দুর্দ্দশার আর অবধি নাই। সমাজের মধ্যে তাঁহাদের সম্মান নাই; বেতন অতি অল্প, কাজেই সংসার অচল। সেই অচল সংসারটা কোন রকমে একটু সচল করিবার জন্য বেচারারা দিনরাত প্রাইভেট টিউসানির খাটুনি খাটিয়া একেবারে মুমূর্ষু। মুখে চোখে তাহাদের হতাশা ও দৈন্যের ছাপ জ্বল্ জ্বল্ করে। এই হতাশাপন্ন দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত সম্প্রদায়ের হাতে আমাদের জাতি গঠনের গুরুভার। কাজেই জাতির গঠন ও এমন পরিপাটি হইতেছে।

কিন্তু বাঁচিতে গেলে, জগতের সভার মধ্যে আপনাদের স্থান করিয়া লইতে গেলে আর ত পদে পদে 'বাপ দাদা'দের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে চলিবে না। বুকের ভিতরে আজ আমাদের জীবনের চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিয়াছে,—আমাদের যে বাঁচিতেই হইবে। আর তাহা হইলেই চাই শিক্ষার সুব্যবস্থা ও শিক্ষক-সম্প্রদায়ের প্রতি সুবিচার।

একটা জাতির গঠনকর্ত্তারূপে শিক্ষক সম্প্রদায়কে পাইতে হইলে, সমাজের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে,—তাঁহাদিগের দৈনন্দিন জীবনের মোটা অভাবগুলি অন্ততঃ যাহাতে দূরীভূত হয় তাহার উপায় বিধান করা। ইহা করিতে হইলে, চাই আমাদিগের বেতন বৃদ্ধি করা। এখন আলোচনার বিষয়, কেমন করিয়া তাহা হইতে পারে। উপায় আছে—আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে সে গুলিকে অবলম্বন করিতে হইবে।

প্রথম কথা, বেতন বৃদ্ধি করিতে হইলে, বেতন অল্প থাকিলে চলিবে না—এই রকমের একটা অবস্থা প্রতি বিদ্যালয়ে সৃষ্টি করিতে হইবে। বহু বিদ্যালয়ে দেখা যায়, যাহাকে তাহাকে ধরিয়া অধ্যাপনার কার্য্যে বসাইয়া দেওয়া হয়। এপ্রথা মারাত্মক। ইহাতে কাজ কোন রকমে চলিয়া যায় বটে, কিন্তু শিক্ষার কিছুই হয় না। আইন ক্লাশের পড়ুয়ারা বা বেকার যাহারা, তাহারা অতি অল্প বেতন হইলেও হাতের পাঁচের মত সেইটাকে অবলম্বন করিয়া আপনাদের কার্য্য উদ্ধার করিয়া লয়। তাহারা নিজের কাজ উদ্ধারের জন্য আসে,—শিক্ষা দিতে আসে না। কাজেই তাহাদের কাছে শিক্ষার প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু তাঁহাদের জন্য শিক্ষাকেই যাঁহারা জীবনের ব্রত-হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা মারা যান। অল্পবেতনে লোক বেশ মিলে, কাজেই শিক্ষাব্রতীদের বাধ্য হইয়াই অল্প বেতন গ্রহণ করিতে হয়, তাহাতে তাঁহাদের জীবনের মোটা অভাব গুলিও মিটে না; কাজেই জীবন তাঁহাদের তিক্ত, বিস্বাদ হইয়া যায়, ব্রত ও ভগ্ন হয়।

দ্বিতীয় কথা, বেতন বৃদ্ধি করিতে হইলে, স্কুল-তহবিল বাড়াইতে হইবে। সেজন্য সমাজের সকলের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া গভর্ণমেণ্ট, লোকাল বোর্ড ও কর্পোরেসনকে লিখিয়া আবশ্যক মত তাঁহাদের নিকট হইতে মাসিক বিত্ত আদায় করিতে হইবে। আর, এই ব্যাপারকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে জন সাধারণের উপর যাহাতে শিক্ষাকর সংস্থাপিত হয় চারিদিক দিয়া তাহার সুবিধা রচনা করিতে হইবে।

দৈনন্দিন জীবনের মোটা মোটা অভাবগুলি এই ভাবে মিটাইলে এবং যোগ্য সম্মান তাঁহাদিগকে প্রদান করিলে, শিক্ষাব্রতী যাঁহারা, তাঁহারা অবিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষাকার্য্যে তাঁহাদের আত্মনিয়োগ করিবেন; ফলে অতি শীঘ্রই জাতি পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়া জগৎ সভায় আপনার আসন করিয়া লইবেই লইবে।

(ক্রমশঃ)

আফ্রিকায় একুশ বৎসর।

(মিষ্টার সামসুল হক কর্ত্তৃক বড়দিনের খ্রীষ্টীয় বান্ধবের জন্য লিখিত।)

ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী আল্লাতালার নাম লইয়া গভর্ণমেণ্টের চাকুরী স্বীকার করতঃ প্রিয় জন্মভূমি ছাড়িয়া এনটেবে টাউনে আসিয়াছি। এই সহরটি সুপ্রসিদ্ধ Lake Victoriaর Uganda Protectorateর রাজধানী। কলিকাতা ছাড়িয়া বোম্বাই পর্য্যন্ত রেল, সেখান হইতে মোম্বাসা পর্য্যন্ত জাহাজ, পরে কিসুমু (Port Florence) পর্য্যন্ত রেল, কিসুমু হইতে এনটেবে টাউন পর্য্যন্ত "লেক ভিক্টোরিয়া রেলওয়ে ষ্টীমার" "ক্লিমাণ্টহীন"। এইরূপে দীর্ঘ একুশ বাইশ দিবস নানা দেশ, বন্দর, জনপদ অতিক্রম করতঃ এই অসভ্য কাফ্রীদিগের দেশে আসিয়া পৌঁছিলাম।

এনটেবে Sea level হইতে ৩৭২৬ ফিট উচ্চ। এখানকার জলবায়ু বড়ই মনোরম। সর্ব্বদাই প্রায় এক রকম—না শীত, না গ্রীষ্ম। রাত্রিতে বারমাসেই লেপ গায়ে দেওয়া চলে, অথচ দিনে গরম কাপড়ের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয় না। সকল ঋতুতেই অল্পাধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে। এখানে "শীত" "গ্রীষ্ম" "বর্ষা" নাই—যেন চিরবসন্ত বিরাজমান! দিবা ও রাত্রি সমান—১২ ঘণ্টা করিয়া। ৩৬৫ দিনে মাত্র দশ মিনিট প্রভেদ হয়। এখান হইতে এক মাইল দূরে equator line cross করিয়াছে।

ইউগানডার আদিম অধিবাসীরা অনেকেই খ্রীষ্টীয়ান হইয়া সুসভ্য হইয়াছে। তাহারা যথারীতি গীর্জ্জায় যায় ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সম্প্রীতির সহিত বাস করিয়া থাকে। সোহিনী (মুসলমান) ও আছে। তাহারা মোম্বাসা ও জানজিবার হইতে আগত। মসজিদও আছে। পৌত্তলিকতা নাই। এখানকার অধিবাসীরা

সম্প্রতি একরূপ নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করে। ইহার প্রণালী, ধ্যান করা। ইহাই তাহাদিগের আত্মার কল্যানের একমাত্র ধর্ম্ম-প্রক্রিয়া। অবশিষ্টাংস অধিবাসী সেঞ্জি (পেগাণ্ট-যাহাদের কোন ধর্ম্ম নাই)।

কাফ্রীরা বুগ্‌ত বৃক্ষের ছাল বাহির করিয়া কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা পিটিয়া পাতলা করে। এক একটি টুকরা তিন চারি হাত লম্বা হয়। এইরূপ কয়েকটি ছাল সেলাই করিয়া জোড়া দিয়া পরিধেয় বস্ত্র করিয়া লয়। স্ত্রীলোকেরা বক্ষের উপরিভাগে গাঁইট দিয়া কাপড় পরে।

কাফ্রীদের প্রধান খাদ্য মোটকে অর্থাৎ বানানা বা কাঁচাকলা। উহারা ইহা সিদ্ধ করিয়া ছানিয়া ফেলে। মেফু—পাকা কলাও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। আমরা যে ব্যঙ্গ করিয়া "কলা পোড়া খাও" বলি, ইহারা সত্য সত্যই তাহা করে। গোঁজা নামক এক প্রকার বৃহদাকারের কলা পুড়াইয়া খাইতে ভালবাসে। ইহা ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে বিলক্ষণ স্বাদ বিশিষ্ট হয়। এই কলা ভারতবর্ষে নাই। ১০।১২ মাইল ব্যাপিয়া সযত্নে অতিশয় পরিপাটিরূপে মোটরের ক্ষেত করিয়া থাকে। উহার তলদেশ সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। কোথাও কোনরূপ জঙ্গল হইতে দেয় না। কাফ্রীরা এতদ্ব্যতীত মোহগী নামক গাছের শিকড় (এক একটি ওজনে তিন চারি সের হইবে,) শুষ্ক করতঃ উকলীতে ফেলিয়া পিষিয়া আটার মত করিয়া খায়। মোহগো তৈল ও মসল্লা সহযোগে তরকারীও হয়। ইহা পুড়াইয়া খাইলে অধিকতর স্বাদ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। জুগু (চীনের বাদাম) প্রচুর উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সোমকী (মাছ) বাঙ্গালার মাগুরের ন্যায় কিন্তু বৃহদাকার—ওজনে চারি পাঁচ সের হইবে. এক জাতীয় মৎস্য পাওয়া যায় তাহাকে মাড়ে বলে। কিসিঞ্জা, পুসোগা, গেগে, সিমাটুগু—মিরগেল, সরলপুঁটি, ভেট্‌কী ও ট্যাংরার ন্যায় অন্য কয়েক প্রকারের মৎস্যও দেখা যায়। ধান্য কিংবা চাউলের নাম ও কাফ্রিরা অপরিজ্ঞাত ছিল; সম্প্রতি যৎকিঞ্চিৎ ধান্য উৎপন্ন হইতেছে।

ইউগাণ্ডার গোজাতি দেখিতে বড়ই সুন্দর। ইহাদের শৃঙ্গ বৃহদাকারের মহিষের শৃঙ্গ হইতেও বৃহত্তর ও সুদৃশ্য; কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, কাফ্রীরা আদৌ এই অত্যাবশ্যক গো-জাতির যত্ন জানেনা উহারা কলার ক্ষেতেই সমধিক মনোযোগী হইয়া থাকে। একারণ যে গাভীগুলি দেখিলে ১৬।১৮ সের দুধ দেয় বলিয়া মনে হয়, তাহার কোনটিই তিন চারি বোতলের অধিক দুধ দেয় না।

কাফ্রী স্ত্রীলোকেরা সম্ভ্রান্ত কিংবা বয়োজ্যেষ্ঠ কাহাকে দেখিলে দূর হইতে হাঁটু গাড়িয়া জোড়হাতে বিনীতস্বরে বলে, ওটিয়ান্নু, আগাফায়ো, ওসিব, ওটিয়ারাই-চাড়িও—(নমস্কার, আপনার কুশল, গৃহের কুশল?) প্রত্যুত্তরে তিনি প্রত্যেক কথায় বলেন, ওটিয়ান্নু, আ, আ,—(নমস্কার, কুশল, কুশল)। পুরুষেরা পরস্পর করমর্দ্দন করতঃ ঐ সকল শব্দ উচ্চারিত করিয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

ঘরকন্নার খুঁটিনাটি।

আমাদিগের একজন ইংরেজ মহিলা বন্ধু বলিতেছেন:—

এক গ্লাস জলে একটি ছোট ডালা চিনি ফেলিয়া দিন, কয়েক ঘণ্টা পরে যদি দেখেন যে জলটি বেশ পরিষ্কার দেখাইতেছে তবে জানিবেন যে, তাহা পানের উপযোগী; নতুবা ঈষৎ ঘোলাটে লাগিলে তাহা দুষনীয় বলিয়া বুঝিতে হইবে। পল্লীবাসীরা এই পরীক্ষাটী করিয়া দেখুন।

উক্ত মহিলাটি আর ও বলেন যে, কড়ায় দুধ জ্বাল দেবার সময় প্রায়ই উথ্‌লে পড়ে। কিন্তু কড়ার কানায় চারিদিকে একটু মাখন লাগিয়ে দিলে দুধ আর ওভাবে নষ্ট হবে না।

সিদ্ধ হবার সময় ভাতে সামান্য একটু নেবুর রস কিংবা ফটকিরির গুঁড়ো ফেলে দিলে ভাত খুব শাদা হয়। পুরণ বস্তাবন্দী ডাল সহজে গলেনা। একটু সোডা ফেলে দিলে ঐরূপ ডাল সহজেই সিদ্ধ হয়।

এই বড়দিনের সময় সহৃদয় পাঠক পাঠিকার ৫০ জন লোক খাওয়াতে হলে চাই:—ময়দা ১০ সের, ঘৃত ৬।০ সের, তৈল ৩।০ সের, মাছ ৫ সের, মাংস ৮ সের, পাঁপর আধ সের, শাক ⁄০ আনা, আলু ৮ সের, পটল ৩ সের, ছোলা ১ পোয়া, কপি ১০টি, কড়াই ৪ সের, মুগের ডাল ৩ পোয়া, কুমড় ২ সের, লবণ ২ সের, দই ৮ সের, সন্দেশ ৫ সের, ক্ষীর ১ সের, পান্তুয়া ২।০ সের।

সমালোচনা।

সাহিত্য:—আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্পদ সাপ্তাহিক পত্রিকা "পূজার হিন্দু" ও "ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব ও প্রার্থনা" নামক একখানি পুস্তক উপহার পাইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

হিন্দু ঃ—সুবৃহৎ আকারে প্রবন্ধ বৈচিত্র্য পূর্ণ, বিবিধ সজ্জায় মণ্ডিত---পাতায় পাতায় ছবি। সম্পাদক মহাশয়ের কঠোর সাধনা ও প্রভূত অর্থব্যয়ের সুফল।

রায় বাহাদুর জলধর সেনের গল্প "ভাগের মা," শ্রীমতী অনুরূপা দত্তের "সাহিত্য ও সাহিত্যিকারের সংজ্ঞা", বেদরত্ন শ্রীবিনোদ বিহারী রায়ের "সংগঠন", অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল মহাশয়ের "পণপ্রথা", সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক সি-আই-ই মহাশয়ের "ভারতে মা ও ছেলে এত বেশী মরে কেন?" প্রভৃতি সমস্তই অল্প পরিসরের ভিতর বিষয় ও বর্ণনগুনে কৃতিত্বের পরিচায়ক। অধ্যাপক পাল মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও গবেষণার আমরা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতেছি। তিনি বাঙ্গালার উপজাতি প্রভৃতির যে সকল মূল্যবান তথ্য আমাদিগকে জানাইয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিলাম।

* * * *

"ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব ও প্রার্থনা" ঃ—সাধু মহাত্মাদিগের মুখারবিন্দ নিঃসৃত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপাসনামূলক সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বোপদেশ। শ্রীরামচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত ও মেসার্স পি, এম, বাগ্‌চী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২০১ পৃষ্ঠা মূল্য ১৲ এক টাকা।

"সুখের সংসারে" লেখক মহাশয় বলিয়াছেন, "বদ্ধমূল কুসংস্কারাপন্ন প্রবাহহীন দুর্ব্বল চিত্তের চির-পোষিত ভ্রমপূর্ণ ধারণা দূর হইয়া অন্তঃকরণ কিয়ৎ পরিমাণে সবল হইল। বিশেষরূপে বুঝিতে পারা গেল, ঈশ্বর মানবের ন্যায় ক্ষুদ্র, সসীম, সাকার, বিমি পরিমিত বস্তু নহেন। তিনি অতি বৃহৎ, অতি মহান, অসীম অনন্ত। তাঁহার প্রকাশময় স্বরূপ, নানাত্ব, বহুত্বরূপে সগুণ, সাকার, পরিমিত হইলেও তিনি নির্গুণ, নিরাকার, অনন্ত, অখণ্ড, অদ্বিতীয় এক। তাঁহার এই প্রকাশময় স্বরূপের মধ্য দিয়া সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এক সূত্রে প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ রাখিয়া নিত্য নূতনরূপে তাঁহার অনন্ত মহিমা ব্যক্ত করিতেছেন। এই বিশ্বে অনন্ত অসীম আনন্দরাশি বিতরণ পূর্ব্বক আমাদিগকে অবিশ্রান্ত ভালবাসিয়া সুখী করিতেছেন। তিনি চির জাগ্রত জ্ঞানময়রূপে এই মোহনিদ্রায় নিদ্রিত অজ্ঞানময় জগৎকে সুন্দররূপে, সুকৌশলে ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত করিয়া তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া লইতেছেন।" লেখকের ভাষাটি সর্ব্বত্র এইরূপ সরল স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিয়াছে। আমরা গ্রন্থখানির আদর করি। পাঠক পাঠিকাগণও একটিবার পড়িয়া দেখিলে ইহার আদর করিবেন।

প্রশ্নোত্তর।

ভ্রাতা সুখু শরেন সোনতানের (মিহিজাম) প্রশ্নের উত্তর ঃ—

স্বর্গ—"ঈশ্বরের সিংহাসন", অনন্ত সুখ ও শান্তি উপভোগ।

নরক—ঈশ্বরের সম্মুখ হইতে দূরীকৃত হইয়া মানবাত্মার দুঃখ যন্ত্রণা পাওয়াই নরকভোগ।

(মানব জাতির পতন— আদিপুস্তক)

স্বর্গান্বেষী দাসী।

("মানসী ও মর্ম্মবাণী" হইতে উদ্ধৃত)

প্রেম

(Shelley's Loxe's Philosoppy)

"পাগল নির্ঝর ছুটে নদীর সন্ধানে
তটিনী সাগরে বাঁধে দৃঢ় আলিঙ্গনে,
সমীরণ বহে আনে মৃদু শিহরণ
অম্বরে বিলায়ে দিতে পুলক স্পন্দন ;
যে দিকে ফিরাই আঁখি ভরা দশদিক
প্রেমিকার বুক ছাড়ি কোথায় প্রেমিক ?
তোমাতে আমাতে কেন এত ব্যবধান,
তোমার বুকেতে কিগো নাহি মোর স্থান ?
সমুন্নত গিরিরাজ চুম্বিছে অম্বরে,
চঞ্চলা তরঙ্গ বালা বাঁধে পরস্পরে,
শোভন কুসুম রাজি আদরে গলিয়া
বকুল চাঁপার গায়ে পড়িছে ঢলিয়া ;
রবির কিরণ আসি মরতে লুটায়,
চাঁদিমা জ্যোছনা রাশি সাগরে মিলায়
বিরাট শূন্যতা ভরা এ মধু মিলন
তুমি না করিলে প্রিয়ে অধর চুম্বন।"

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

রস করা।

ভদ্রলোক,—তোমার বয়স কত হে ?

বালক,—আজ্ঞে এগার।

সে কি হে ? এইটুকু ছেলে, এর মধ্যে এগার ? গেল বছরে কত বয়স ছিল ?

বালক,—আজ্ঞে পাঁচ।

তবে এক বছোরের ভেতর এগার হল কেমন করে ?

আজ্ঞে, গেল বছোরের পাঁচ, আর এ বছোরের ছয়, এগার হল না ?

সণ্ডে-স্কুলের শিক্ষয়িত্রী,—What is an Epistle ?

ছাত্রী,—Epistles are wives of Apostles.

ডাক্তার,—কালকের যে ওষুধটা দিয়েছিলুম, সেটা খাবার পর আজ আপনাকে বেশ ভাল লাগছে, দেখছি।

রোগীনী.---আজ্ঞে হাঁ, এই শাড়ীখানা পরলে আমাকে বেশ ভালই লাগে দেখতে।

ছোট বাবুর নতুন বৌ, বড়দিনের ছুটী পেয়ে বাড়ী এসেছেন, গৃহস্থ সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছেন। লজ্জাবতী নতুন বউটি আড়াল থেকে সব দেখছেন। ছোট বাবু কিন্তু তাঁকে দেখতে না পেয়ে বললেন, "মা, মা, সকলকেই দেখতে পাচ্ছি, কাউকে দেখতে পাচ্ছিনা কেন ?

মা,—"ঐ পাশের ঘরটিতে যাও, তোমার সবাই-কেই দেখতে পাবে।"

শ্বেত কুষ্ঠের মহৌষধ।

ব্যবহার করিয়া শত শত লোকের ধবল আরোগ্য হইতেছে। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ৺মহা-মহোপাধ্যায় কালী প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম, এ, বলেন,—এই ঔষধ ব্যবহারে আপাদমস্তক শ্বেত সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ঔষধটী সত্যই বড় উপকারী। মূল্য একমাস দশ টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র।

আর, পি, ভট্টাচার্য্য।
৫৮ বি, পটুয়াটোলা লেন,
শ্বেত কুষ্ঠের আফিস,
কলিকাতা।

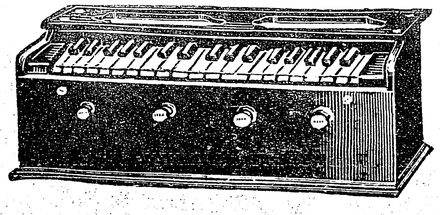

MUNDUL & CO.
Manufacturers Importers & Repairers of Musical Instruments.
Head Office :—**3, Bow bazar Street, Cal.**

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত বিদ্যানিধি তত্ত্বভূষণ প্রণীত

ঈশ্বরের

স্বরূপতত্ত্ব ও প্রার্থনা।

পুস্তকটী সকল ধর্ম্মাবলম্বী—কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান সকলেরই পাঠ্য ও ধর্ম্মগ্রন্থ পুস্তক। মনুষ্য জন্মগ্রহণ করা একটি ভাগ্যের কথা, মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া পরম পিতার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য কি, জগদীশ্বর বা ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব কি জিনিষ, আমাদের জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। অজ্ঞান মনুষ্যেরা কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িকতা লইয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন মত ও যথেচ্ছাচারীর ন্যায় পশুভাবাপন্ন হইয়া পড়ে ও ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকট অন্যায় প্রার্থনা করিয়া থাকে ; পরিশেষে অকৃতকার্য্য হইলে, হয়—তাহারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া অধিকতর পাষণ্ড হয়, আর না হয় তাহারা অদৃষ্টবাদের পক্ষপাতী হয়। অদৃষ্টবাদও যে একটী কুসংস্কারের অঙ্গ, তাহার দৃষ্টান্ত—বাংলার ঘরে ঘরে অলস ব্যক্তিরা নধরকান্তি, হৃষ্টপুষ্ট দেহ লইয়া বৃদ্ধ পিতার উপার্জ্জনে দিনাতিপাত করিতেছেন। প্রার্থনা শব্দের অর্থ কি ? প্রার্থনা কখন এবং কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা এই পুস্তকে পরিস্কার ভাবে লেখা হইয়াছে। এই "ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব ও প্রার্থনা" নামক পুস্তকটীর প্রচার অতি অল্পদিন মধ্যেই বিস্তৃত আদরণীয় হইয়াছে। সুদূর পাশ্চাত্য প্রদেশের ইংরাজেরা এই পুস্তকখানির প্রশংসা করিয়াছেন। কলিকাতার "সময়," "অবতার," "তত্ত্ব-কৌমুদী," "হিতবাদী," "আনন্দবাজার" প্রভৃতি কাগজেও ইহার যথেষ্ট প্রশংসা হইয়াছে। মূল্য মাত্র ১৲ এক টাকা, মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—কে, সি, শর্ম্মা এণ্ড কোং
এজেন্টস্—পি, এম, বাকচি এণ্ড কোং
৩৮ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

DEVELOPING! PRINTING! ENLARGING!!

Post those holiday snaps to me. A prompt and expert service is guaranteed.

FREE.—AS AN INTRODUCTORY OFFER I will develop one spool FREE provided that you send an additional spool for developing or an order for printing. *Dont miss this exceptional offer.*

Price List on application.

ARTHUR R. BISWAS
(Late of Kodak Ltd.)
47, Bondel Road, Ballygunge, Calcutta.

ANTI-PYRETIC MIXTURE.

VALUABLE REMEDY FOR **KALA-AZAR & SPLEEN & LIVER.**

Price As. -/12/-, 1/4/- Rs. 2/- Per bottle.

এন্টিপাইরেটীক মিক্‌শ্চার বা তারা মার্কা কালীঘাটের পাঁচন।

এই ঔষধ ব্যবহারে কালাজ্বরের ইন্‌জেক্‌সন্ আবশ্যক হয় না। ৬৫ বৎসরের পরীক্ষিত জগৎ বিখ্যাত জ্বরের মহৌষধ।

Alipore Dr. S. C. Biswas & Co., Kalighat.

Consulting Hours, at Alipore Dispensary. Morning 7 to 9 A. M. and Evening 4 to 5 P. M. at Kalighat Dispensary Morning 9-30 to 11-30 A.M. Evening 5-30 to 7 P. M. Dr. S. C. Biswas attends daily.

চিকিৎসক ও ব্যবস্থাপক—ডাক্তার শ্রীসুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস।
কালীঘাট ঔষধালয়, তারা মার্কা ডাক্তারখানা।
২১৯নং কালীঘাট রোড, কলিকাতা।

ডাক্তার এস, সি, বিশ্বাস এ কোং,
১৮৬০ সালে স্থাপিত। আলিপুর ঔষধালয়।
২৭নং বেলভেডিয়া রোড, কলিকাতা।

পুঃ—সাবধান কালীঘাটের ঔষধ জাল হইতেছে, তারা মার্কা ও শ্রীশ ডাক্তারের চেহারা দেখিয়া লইবেন।
ঔষধের মূল্য ২৲, ১।০ ও ৸০ আনা।

THE CALCUTTA BUILDING REPAIRING Co.

Builders, Repairers & Contractors.
33, Amherst Street,
CALCUTTA.

A Christian Concern for the Christian People.
Rate moderate, Service prompt, workmanship guranteed.
Estimates on application, Expart advice & inspection on invitation.

Director :—**N. N. Biswas.**

৩৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, "ইউনিয়ন প্রেসে" ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।